দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 FEB 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

গুলিবর্ষণকালে ঢাবি'র ছাত্রীসহ আহত ২ ॥ পরীক্ষা স্থগিত

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

রাজধানীর পিলখানায় বিডিআর সদস্যদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়েত মৈত্রী ও ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের দেয়াল ভেঙে অবরুদ্ধ ছাত্রীদের নিরাপদে সরানো হয়েছে। প্রভোস্ট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুইটি হলের ছাত্রীদের আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অন্য হলগুলোতে স্থানান্তর করা হয়েছে। গতকাল বুধবার গুলিবর্ষণে সংশ্লিষ্ট দুই হলের এক ছাত্রীসহ দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়। একইসঙ্গে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামীকাল বৃহস্পতিবার কলা ভবন ও কার্জন হল কেন্দ্রের সকল পরীক্ষা স্থগিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় এনে তাদেরকে সাময়িক সময়ের জন্য বেগম রোকেয়া, শামসুন নাহার হল ও নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ছাত্রী নিবাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ছাত্রীরা আতংকের ভিতরে রয়েছে।

দুই হলের ছাত্রীদের নিরাপদে স্থানান্তর

সংশ্লিষ্টরা জানান, গতকাল সকাল থেকে বিডিআর সদস্যদের গুলিবর্ষণের ঘটনায় আজিমপুর এলাকায় অবস্থিত ছাত্রীদের দুই হলে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রীরা বিভিন্নদিক ছুটতে থাকে। একপর্যায়ে দুই হলের প্রভোস্ট হলের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দেয় এবং মেয়েদের নিজ নিজ কক্ষে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সকাল সাড়ে নয়টার পর থেকে বিডিআর সদস্যদের গুলি ছাত্রী হলের চতুর্থ এবং পঞ্চম তলায় আসতে শুরু করলে প্রভোস্ট মেয়েদের নীচতলায় অবস্থানের জন্য ঘোষণা দেয়। সেখান থেকে প্রায় কয়েক ঘণ্টা ছাত্রীরা হলের নিচে অবস্থান করে। তবে পিলখানায় গোলাগুলির আওয়াজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ক্যাম্পাসের আশপাশে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানিজ্য অনুষদ, কলাভবন, কার্জন হল এবং সায়েন্স এনেক্সে ক্লাস চললেও দুপুরের পর আর কোথাও ক্লাস হয়নি। সকাল ১১টার দিকে ক্লাস শেষে তিন বান্ধবীকে নিয়ে ডাকসু সংগ্রহশালার সামনের ম্যুরাল চিত্রের সামনে আড্ডারত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হন বাংলা বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী কামরুন্নাহার। বিডিআর সদস্যদের একটি গুলি তার পায়ে বিদ্ধ হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিডিআর সদস্যদের গুলিতে ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের পাইপের মিস্ত্রি জাকির গুলিবিদ্ধ হয়। তবে ঘটনার পর থেকে পিলখানার পাশে অবস্থিত সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে সকাল থেকে কোন ক্লাস হয়নি। ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দুইটি হলের আতংকিত ছাত্রীদের কথা বলে নিরাপদে রাখার বিষয়ে আশ্বাস করেন। বিকালে তিনি জরুরি প্রভোস্ট কমিটির সভা আহবান করেন। সভায় ছাত্রীদের বাকী হলগুলোতে সাময়িক সময়ের জন্য স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক মিস রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন বলেন, গুলির শব্দে ছাত্রীরা আতংকিত। তাদেরকে হলের পেছনের দেয়াল ভেঙে নিরাপদে সরানো হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। দুইটি হলের ছাত্রীরা জানান, তাদেরকে সন্ধ্যার পর থেকে অন্য হলে স্থানান্তর করা হয়। তবে তারা এখনো ভয়ে তটস্থ।

এদিকে এ ঘটনায় রাজধানীর ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও ঢাকা কলেজেও আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ইডেন কলেজের ছাত্রীরা আতংকিত। তবে ঘটনার পরপরই ঢাকা কলেজের প্রায় অর্ধেক ছাত্র হল ত্যাগ করেছে বলে জানা যায়। পাশাপাশি নীলক্ষেত এলাকার সকল দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়।